গ্রামীণ উন্নয়নে গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গি
(Gandhian Approach to Rural Development)

প্রাচীন গ্রামীণ রূপকার হিসেবে মহাত্মা গান্ধীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। 'জাতির জনক' রূপে গান্ধীজী প্রথম থেকে এক স্বনির্ভর উন্নত গ্রাম গঠনের চিন্তাভাবনা করতেন।যে গ্রামীণ ব্যবস্থা হবে কৃষিনির্ভর, গ্রামীন শিল্প তথা কুটির শিল্প নির্ভর এবং কর্মের সুযোগযুক্ত উন্নত

পরিবেশ। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে গ্রামীণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে গান্ধীজী গ্রামের মানুষের মননশীলতার এক নিজস্ব সত্তার ওপর গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন।

গ্রামীণ উন্নয়ন সংক্রান্ত গান্ধীজীর চিন্তাধারার মূল উদ্দেশ্য গুলো হল-

◊ ভারতের অর্থনীতির অগ্রগতি।

◊ গ্রামীণ স্থিতিশীল অর্থনীতি গড়ে তোলা।

◊ গ্রাম ও শহরের বৈষম্য দূর করা।

◊ স্বনির্ভর গ্রামীণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

◊ গ্রামীণ কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

দৃষ্টিভঙ্গি: গ্রামীণ উন্নয়নে গান্ধীজীর চিন্তাধারা বা দৃষ্টিভঙ্গির কতগুলো মূল বিষয়ের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। যথা-

- আদর্শ গ্রাম (Ideal Village)- গান্ধীজীর মতানুসারে আদর্শ গ্রামীণ ব্যবস্থায় 'প্রজাতন্ত্র' হবে প্রধান।যেখানে গ্রামীণ জনগণের দ্বারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা এক সংগঠন গঠন করে,তার দ্বারা গ্রাম্যব্যবস্থাকে পরিচালনা করবে।যে সংগঠনের মূল লক্ষ্য হবে অধিবাসীদের ন্যূনতম চাহিদা (যেমন- খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান) পূরণের সাথে সাথে প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিষেবা ,গ্রামীণ কৃষি ও শিল্পের উন্নতি ঘটানো। গান্ধীজীর মতে-"গ্রাম্যব্যবস্থা ভারতীয় প্রাচীন সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে এবং অন্যদিকে ব্রিটিশ শাসনের ফলে ভারতীয় নগর গুলির বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনশীল"।সেই কারণেই 'আদর্শগ্রাম' ব্যবস্থা গঠনের দ্বারা ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বাধিক প্রসার করা সম্ভব হবে বলে তিনি মনে করতেন।

- বিকেন্দ্রীকরণ (Decentralization)- গান্ধীজী এক অহিংস গ্রামীণ সমাজ গঠনের পরিকল্পনা করেছিলেন। গান্ধীজীর মতে আদর্শ গ্রাম ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে।এই ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা রাজ্য বা দেশের মুখ্যসচিবের কাছে

না থেকে,তা থাকা প্রয়োজন গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে।এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রধান হিসেবে গণভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে গণ্য করা হবে।পঞ্চায়েতের মূল দায়িত্ব হবে গ্রামীণ মানুষের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ করা এবং দরিদ্র মানুষের চাহিদা পূরণ করে সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা।এছাড়াও পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হবে নৈতিকবোধ সম্পন্ন গ্রামীণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং গ্রামীণ সমস্যাগুলির নিষ্পত্তি করা।

- স্বনির্ভরতার (Self-sufficiency)- গান্ধীজী গ্রামীণ বা পঞ্চায়েত স্তরের স্বনির্ভরতার উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন।তিনি মানুষের প্রাথমিক চাহিদা (যথা- খাদ্য, বস্ত্র , বাসস্থান)পূরণের কথা বলেন। স্বনির্ভরতার ক্ষেত্রে গান্ধীজী গ্রামীণ জমির সঠিক ব্যবহারের কথা বলেন।তাঁর মতে গ্রামীণ জনগণের সর্বোচ্চ কর্মসংস্থান প্রয়োজন নিজ গ্রাম্য পরিবেশে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ ও তার পরিবারের খাদ্যসংস্থানের জন্য পরিশ্রমী হওয়া দরকার।গান্ধীজী আরও বলেন গ্রামীণ স্বনির্ভরতার ক্ষেত্রে শহরের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করা প্রয়োজন এবং গ্রামীণ অধিবাসীদের শহরমুখী পরিব্রাজন হ্রাস করতে গ্রামীণ কর্মসংস্থানের উপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।
- শিল্পায়ন (Industrialization)- গান্ধীজী অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান ভিত্তি হিসেবে শিল্পায়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।বৃহৎ শিল্পগুলি মুলত বাজারকেন্দ্রিক বা মুনাফা কেন্দ্রিক হয়।গ্রামীণ অধিবাসীদের এক বড় অংশ শ্রমিক হিসেবে যুক্ত থাকে নানা শিল্পের সাথে এবং কোন শিল্পে অধিক মুনাফা হলে শিল্পের যান্ত্রিকীকরণ ঘটে।ফলে বহু গ্রামীণ মানুষ বেকার হয়ে পড়ে।এই বেকারত্ব এবং নগরকেন্দ্রিকতা হ্রাস করার উদ্দেশ্যেই গান্ধীজী গ্রামীণ শিল্পায়নের গঠনের কথা বলেন, যা পরোক্ষভাবে গ্রামীণ উন্নয়নেও সহায়ক হয়।এই ক্ষেত্রে তিনি কুটির শিল্প, হস্তশিল্প, বনজসম্পদ কেন্দ্রিক শিল্প প্রভৃতির ওপর গুরুত্ব দেন।
- Trusteeship- গান্ধীজী ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরোধিতা করেননি, কিন্তু তিনি মনে করতেন ব্যক্তিগত সম্পত্তির এক নির্দিষ্ট সীমা থাকা প্রয়োজন।তার মতে গ্রামীণ সম্পদের সুষ্ঠু বন্টন থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। যার ফলে ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্য যেমন হ্রাস পাবে, তেমনভাবে দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের উন্নয়নের

সুযোগ থাকবে এবং যা পরোক্ষভাবে গ্রামীণ উন্নয়নের পথকে প্রশস্ত করবে।তবে এক্ষেত্রে কোনো বাধা বা বিরোধের সৃষ্টি হলে তিনি অহিংসার পথ অবলম্বনের কথা উল্লেখ করেন।

- অস্পৃশ্যতা (Untouchability) দূরীকরণ- অস্পৃশ্যতা হল সামাজিক ব্যাধি, যা উন্নয়নের পথে বাধা প্রদান করে। গান্ধীজীর মতে সামাজিক বা অর্থনৈতিক যেকোন ক্ষেত্রে বৈষম্য কাম্য নয়।সামাজিক ক্ষেত্রে যে কোনো ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে অগ্রাধিকার প্রদানের গান্ধীজী বিরোধী ছিলেন।এই বিষয়ে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় আন্দোলন করেছিলেন। 1932 সালে গান্ধীজী 'হরিজন সেবক সংঘ' নামক অরাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলেন, এই সংগঠন তৎকালীন সময়ে সমাজ থেকে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করে।

গ্রামীণ উন্নয়ন সংক্রান্ত গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষ তথা স্বাধীনতার পরবর্তীকালেও।তার এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে 'পঞ্চায়েত রাজ' চিন্তাভাবনার সূত্রপাত হয়, যা জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। সুতরাং বলা যায়, গ্রামীণ উন্নয়নে গান্ধীজীর চিন্তাধারা সমাজ তথা ভারতের সার্বিক উন্নয়নের যথেষ্ট সহায়ক।